ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১০৪ ● কলকাতা ● ০৪ বৈশাখ, ১৪৩১ ● বুধবার ● ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ঈদের দিন শাহরুখের বাড়ির সামনে লাখো জনতার ঢল

পৃঃ ৫

টানা পাঁচ হার, লুকোনোর জায়গা খুঁজছেন আরসিবি সুপারস্টার!

পৃঃ ৬

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার তল্লাশি

বিতর্কের মাঝেই এবার নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে চেকিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার তল্লাশি বিতর্কের মাঝেই এবার নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে চেকিং। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর গাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা। দুপুরে ভেটাগুড়ি থেকে কোচবিহারের পথে দিনহাটায় নিশীথের কনভয়ে চেকিং হয়।নববর্ষের দিন কলকাতায় বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টারে তল্লাশি চালায় আয়কর দফতর। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছিলেন অভিষেক। ইতিমধ্যে সেই কপ্টার তল্লাশি নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারে তল্লাশি নিয়ে সরগরম হয়েছিল বঙ্গ রাজনীতি। সেই বিতর্কের রেশ মিটতে না মিটতেই মঙ্গলবার দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গাড়িতে তল্লাশি চালানো হল।এদিকে গাড়িতে তল্লাশি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর বচসা বেঁধে যায়।

এদিনপ্রচারের কাজে যাচ্ছিলেন নিশীথ। সেই সময় তাঁর গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয় বলে সূত্রের খবর। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে নিশীথের গাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সঙ্গে ছিলেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা।

প্রাথমিকভাবে এভাবে গাড়ি

এরপর ৩ পাতায়

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে

প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অপেক্ষার অবসান ঘটল। ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী ঘোষণা করে দিল বিজেপি। সেখানে প্রার্থী হয়েছেন অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি ছিলেন ববি। এতদিন পর্যন্ত বাংলায় সব কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করলেও ডায়মন্ড হারবার নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করছিল না বিজেপি।প্রসঙ্গত, ভোট ঘোষণা হওয়ার অনেক আগেই অভিষেককে হারানোর চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডায়মন্ড হারবারে ভোটে লড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। যদিও আইএসএফ ওই আসনে নওসাদকে প্রার্থী করেনি। অন্যদিকে, সেখানে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে কার নাম বেরিয়ে আসবে তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা ছিল। অনুমান করা হয়েছিল, কোনও পরিচিত মুখকেই সেখানে প্রার্থী করবে বিজেপি। এখন এটাই দেখার ডায়মন্ড হারবারের লড়াই কতটা হাড্ডাহাড্ডি হয়।অবশেষে ভোট শুরুর তিনদিন আগে হাইভোল্টেজ এই কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির। আসানসোল এবং ডায়মন্ড হারবারে বিজেপি কাকে প্রার্থী করবে তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছিল হু হু করে। পবন সিংকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর থেকে আসানসোল কেন্দ্র নিয়ে কার্যত সমস্যায় পড়ে বিজেপি। শেষমেশ দলকে ভরসা রাখতে হয়েছে পুরনো লোকের ওপরই। গত

এরপর ৩ পাতায়

রামনবমীকে কেন্দ্র করে

উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৭ এপ্রিল ওদের সংঘর্ষ করার দিন। প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না।' কোচবিহারের সভা থেকে এমনই বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে সরব হয়েছিল বিজেপি। রামনবমীর ঠিক আগের দিনই বালুরঘাটে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের প্রচারে এসে রামনবমী ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাল্টা খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রসঙ্গত, গত বছর রামনবমীকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। এদিন রাজ্য সরকার শোভাযাত্রার রুট বদলের আবেদন জানিয়েছিল। তবে শর্তসাপেক্ষে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অনুমতি দেয় আদালত। তবে এদিন মোদী এটাও স্মরণ করিয়েছেন, এবারের রামনবমী বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই প্রথম রামনবমী হচ্ছে, যখন অযোধ্যায় রামলালা বিরাজমান।তিনি বললেন, "রামনবমী রোখার জন্য তৃণমূল সব রকমের ষড়যন্ত্র করেছে।"

রাত পোহালেই রামনবমী। ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। রামনবমী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় শোনা গিয়েছে আশঙ্কার সুরও। সোমবার কোচবিহারের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "রামনবমী ওদের সংঘর্ষ

এরপর ৩ পাতায়

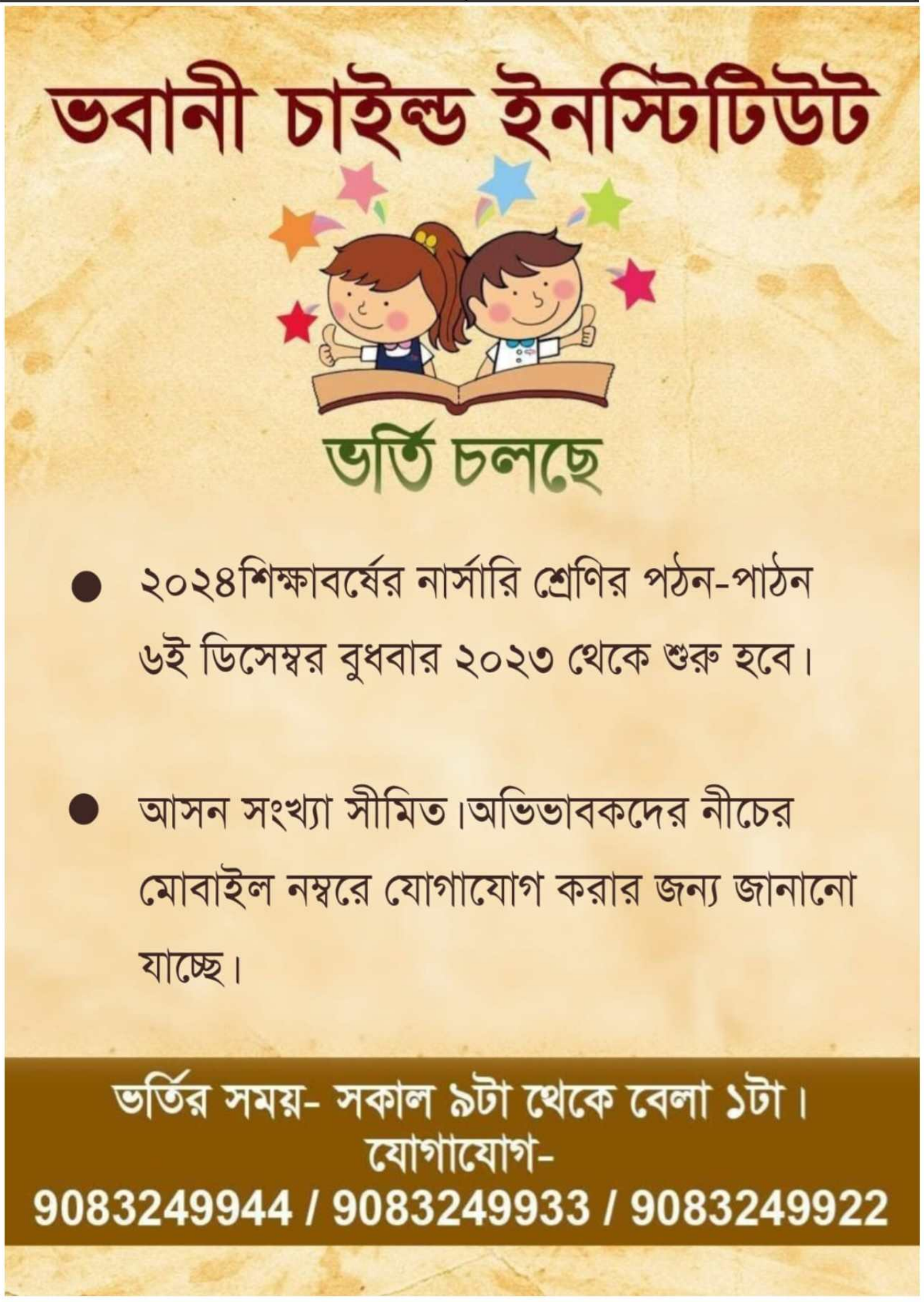

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর মরশুমে

দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে", বললেন ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব ডঃ এম রবিচন্দ্রন আজ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর মরশুমে দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে।

নতুন দিল্লির ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ' (দীর্ঘ সময়ের তুলনায় গড় বৃষ্টিপাত)-এর তুলনায় ১০৬ শতাংশ বৃষ্টি হবে। এই হিসেবের ৫ শতাংশ হেরফের হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। ডঃ রবিচন্দ্রন বলেন, উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশ বাদ দিলে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলেই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হতে পারে। ভালো বৃষ্টিপাতের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রশান্ত মহাসাগরে জলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি (এন নিনো পরিস্থিতি) থাকলেও, এখন তা বদলাতে শুরু করেছে। বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে সেখানকার জলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হবে, যার ফলে ভারতে ভালো বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের মহানির্দেশক ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেন, ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভালো বৃষ্টিপাতের অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তিনি বলেন, ভারতে বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের তাপমাত্রাজনিত পরিস্থিতির বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বর্ষার আগমন এবং ভারতের কোন কোন অঞ্চলে কী পরিমাণ বৃষ্টি হবে, মে মাসের শেষ সপ্তাহে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন ডঃমহাপাত্র।

বছরের প্রথম দিনেই গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু,

তিন দিন কেটে গেল মিলল না কিশোরের দেহ, প্রশাসনের নির্দেশে কুইক রেসপন্স টিমের প্রচার

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : নবদ্বীপের ভাগীরথী তে ডুবে মৃত্যু অনবরত চলছেই।দোল উৎসব থেকে শুরু বছরের প্রথম সপ্তাতেই ডুবে মরার সংখ্যাটা কম নয়। গঙ্গার জল কমে যাওয়ার ফলে জলের স্রোত বেড়ে যাওয়ার ফলে বিপদ বেরে চলছে।

বাংলার নতুন বছরের প্রথম দিনে ভাগীরথী তে স্নান করতে এসে তলিয়ে গেল দুই কিশোর। একজনকে উদ্ধার করা গেলেও তিন দিন কেটে যাওয়ার পরে আজও সন্ধান মিললো না আরেকজনের। পয়লা বৈশাখের সকালে ফুটবল খেলার মাঠে খেলা শেষ করার পরে বন্ধুরা একসঙ্গে মিলে গঙ্গার ঘাটের স্নানে যায়। নবদ্বীপ পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নয়নতারা ঘাটে তারা স্নানে যায়।আদিজিৎ ও কৌস্তব সহ চার বন্ধু জলে নামে, কেউ সাঁতার জানতো না। চোরা স্রোতে ভেসে যায় আদিজিত ও কৌস্তব পাল। বছর ১৭ দুই কিশোর। ডুবে যাওয়ার ঘটনার খবর পেয়ে কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরা আসেন। তারা আদিজিত পাল কে উদ্ধার করলেও এখনো পর্যন্ত কৌস্তব পালকে উদ্ধার করতে পারেনি। আদিজিৎ কে উদ্ধার করে নবদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করেন।আদিজিত এবং কৌস্তব দুজনই দ্বাদশ শ্রেণী বেসরকারি বেথানি স্কুলের ছাত্র ছিল। কৌস্তব পালের দাদু অসীম কুমার চৌধুরী বলেন ২০১৩ সালে কৌস্তভের বাবা মারা যাওয়ার পরে মায়ের সঙ্গেই থাকতো আজকে মায়ের কোল শূন্য হয়ে গেল। কৌস্তভের বাড়ি মঙ্গলচন্ডী তলায়। মালঞ্চপাড়ার ১৪নং ওয়ার্ড আদিজিৎ পালের বাবা বিশ্বজিৎ পাল বলেন সকালে ছেলে বাড়ি থেকে খেলার মাঠে যায় ফিরে এসে গঙ্গায় যাবে এই কথা বলে গেছে একেবারেই গঙ্গায় থেকে গেল আর ফিরে এলো না সব শেষ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা সমবেদনা জানিয়েছেন পরিবারকে, দোষরা বৈশাখ বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন বন্ধ রেখে শোক সভা পালন করে ছুটি রাখা হয়।

এরপর ৩ পাতায়

নদিয়ার কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে বাসন্তী পূজা,

নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনে মা অন্নপূর্ণা, ভারত সেবা সংঘে বড় স্বামীজির আবির্ভাব তিথি

নদিয়া : নিউজ সারাদিন : বছরের প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়েছে দেবী অন্নপূর্ণা তথা বাসন্তী পূজা। ১৪৩১ সাল ব্যতিক্রমী। বাঙালির আরধ্যা দেবী দুর্গা এই বছর তিনবার তিনরূপে পূজিতা হচ্ছেন। বসন্তকালে পূজা হয় তাই বাসন্তী পূজা। পঞ্জিকা মতে গত ১৪৩০ সালের বাসন্তী পূজা এই বছর ১৪৩১ গ্রীষ্মকাল তথা পয়লা বৈশাখ থেকেই শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দেবীর অষ্টমী।প্রতিটি শিব মন্দিরের স্থানে দেবী অন্নপূর্ণার পূজা হয়।

এই বছর অক্টোবরে তথা বাইশে আশ্বিন দেবী অকালবোধন মহিষাসুরমর্দিনী রূপে পূজিতা হবেন, আবার২১ চৈত্র বাসন্তী দুর্গা রূপে বা অন্নপূর্ণা রূপে পূজা হবে।

১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পুজা। ২০০৮ সাল থেকে এই আশ্রমে চলছে এই পূজা। পূজারী ছিলেন রহরার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক স্বামী বেদানুরাগানন্দ এবং তন্ত্রধারক ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানেরই গবেষণা কেন্দ্রের সমন্বায়ক শ্রী তুহিন চ্যাটার্জী। সকাল থেকে জগৎকল্যাণে মায়ের পূজা, শ্রীশ্রীচন্ডী পাঠ, ভোগারতি, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শ্রী পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ সহ নবদ্বীপ শাখার অন্যান্য সদস্য, বহু অনুরাগী ও বিশিষ্টজন। স্বামী অমরেশ্বরানন্দ বলেন অন্নপূর্ণা পুজা উপলক্ষ্যে এদিন প্রায় ২০০ জন দুঃস্থ মায়েদের মধ্যে অন্ন ও নববস্ত্র বিতরণ করা হয়। পূজা শেষে দুপুরে হয় প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নবদ্বীপ ওলাদেবী তলা সারদেশ্বরী আশ্রমে দেবী অন্নপূর্ণা কে পূজা করা হয়। পুজোর শেষে শহরের পথ চলতি মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সোমবার থেকে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে শুরু হল বাসন্তী পূজা। এই পূজা দেখতে রাজবাড়িতে প্রচুর দর্শকবৃন্দের ভিড় উপচে পড়েছে।

বাসন্তী অষ্টমী, বড়ো স্বামীজীর জন্মতিথি।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ সঙ্ঘের বড়ো স্বামীজী বলেই পরিচিত। সঙ্ঘের নবদ্বীপ শাখায় তিনি এলে এই ঘরেই থাকতেন। ঘরটি আজও তাঁর জন্যই সংরক্ষিত। নবদ্বীপে সঙ্ঘের পুরানো ভবনে, সামনের দ্বিতলে উঠেই বাম হাতে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ ধামে সঙ্ঘের শাখা তিনি এবং সঙ্ঘের তৃতীয় সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ দুজনে একাধিকবার এসে সশরীরে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নবদ্বীপে বড়ো স্বামীজীর সেই ঘরে তাঁর আসন।আজ অন্নপূর্ণা মাতার পুজো, বাসন্তী অষ্টমী তিথি, এই তিথিতেই পূজ্য বড়ো স্বামীজীর জন্মতিথি বা আবির্ভাবতিথি।

তীব্র গরমে নাজেহাল বাংলা

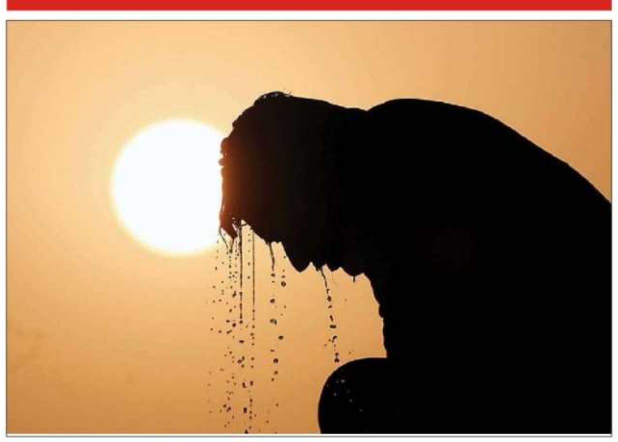

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তীব্র গরমে নাজেহাল বাংলা। বৃষ্টির দেখা নেই! এদিকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার তাপমাত্রা ৪০ ছুঁইছুঁই। তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে একাধিক জায়গায়। আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে খবর। এসবের মাঝেই নবান্নে আচমকা জরুরি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যসচিব।নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, গরম পড়তে না পড়তেই রাজ্যের একাধিক জেলা থেকে জল সংকটের অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের সহ একাধক জেলায়। একদিকে এই হাঁসফাঁস গরম, তাঁর ওপর যদি জলের সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে আরও মুশকিল! কীভাবে এই সংকট মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে আলোচনার জন্যই আজ মুখ্যসচিব বৈঠক ডেকেছেন বলে খবর।তীব্র রোদ, সঙ্গে গরম হাওয়া-দুইয়ের চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন সকলে। এই প্রখর রোদে দু'মিনিট দাঁড়ানোও যেন মুশকিল। এই আবহে আবার অনেক জেলায় জলের সমস্যা শুরু হয়। জলকষ্ট মোকাবিলা করতে তাই আগেভাগেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে নবান্ন! এদিন দুপুর ১২টা থেকে নবান্নে বৈঠক ডাকেন মুখ্যসচিব।

জানা যাচ্ছে, এই বৈঠকে দক্ষিণবঙ্গের সকল জেলাশাসকদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। তবে শুধু দক্ষিণবঙ্গই নয়, বাকি সকল জেলার জেলাশাসকদেরও হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মারাত্মক গরমে যদি জলের সংকট দেখা দেয়, তাহলে তা কীভাবে মোকাবিলা করা হবে সেই নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হবে বলে খবর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশেষ করে ক্যানিং ২ নম্বর বলে ব্লকে হেদিয়ায় পূর্বপাড়ায় জলের সংকট প্রচন্ড, এই পাড়াতে নিজস্ব কোন পানীয় জলের টিউ কল নেই। হেদিয়া নবোদয়ের স্কুলের উপরে ভরসা করে এত বড় গেরাম চলতে পারে না। তবে স্থানীয় প্রশাসন কাছে গত বছরে এই বিষয় নিয়ে দরবার করা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, জেলাশাসকদের পাশাপাশি এই বৈঠকে জনস্বাস্থ্য এবং কারিগরি দফতরের আধিকারিকদেরও উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। জল সংকট সমাধানের জন্য ইতিমধ্যেই ট্যাঙ্কার পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য জুড়ে এই তীব্র গরমে জলের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় তা ঠিক করতেই আজকের এই জরুরি বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যসচিব।

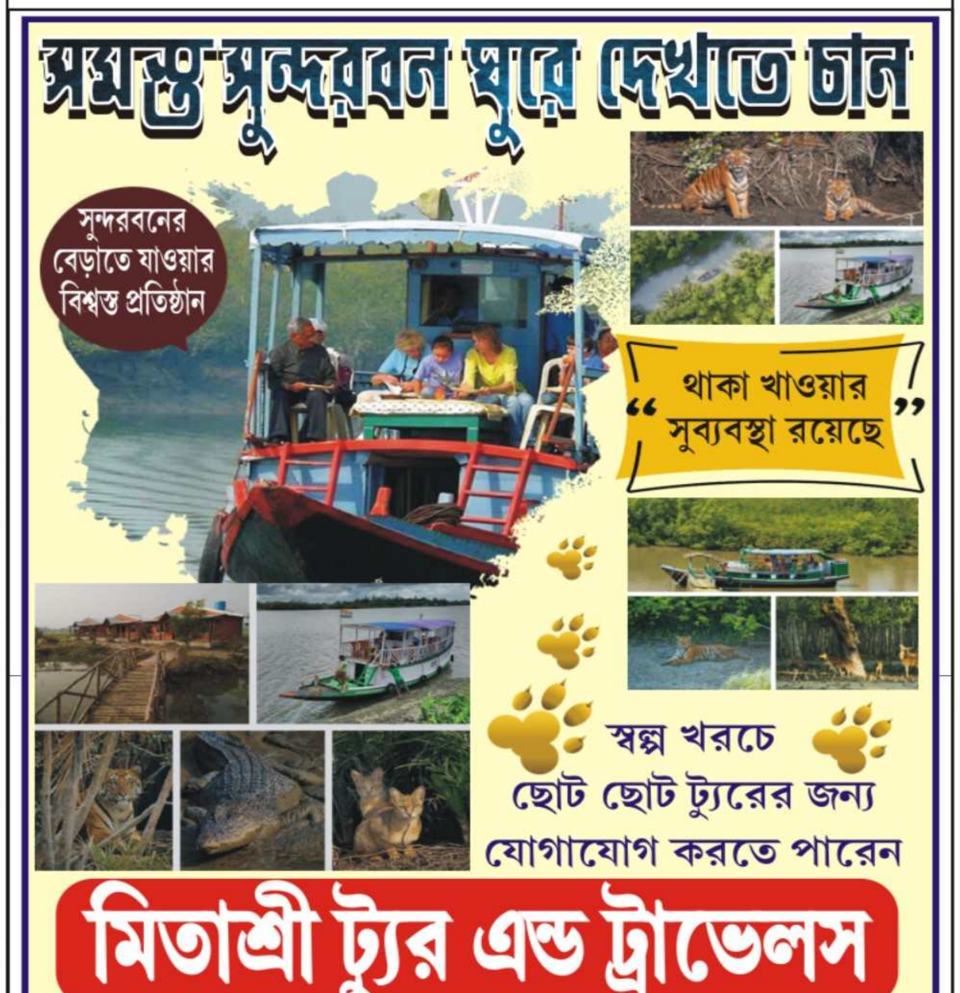

লোকসভা নির্বাচনের মুখে ফের গুলির লড়াই ছত্তীশগড়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের মুখে ফের গুলির লড়াই ছত্তীশগড়ে।বিএসএফ-এর সঙ্গে গুলির লড়াইতে অন্তত ১৮ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। মঙ্গলবার ছত্তীশগড়ের কাঙ্কর জেলায় চলে এই গুলির লড়াই। জানা যাচ্ছে, মৃতদের মধেয় রয়েছেন শঙ্কর রাও নামে এক শীর্ষ মাও নেতা, যাঁর মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা।সূত্রের খবর, এদিন অভিযান চালানোর সময় ছিলেন, রাজ্য পুলিশ, বিএসএফ ও বাস্তার ফাইটারসের আধিকারিকরা। প্রথমে গোটা জঙ্গল এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। এরপর গুলি চালানো হয়। এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে এনকাউন্টারে তিন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল।ঘটনায় আহত হয়েছেন দুই বিএসএফ জওয়ান। প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গত বছর নভেম্বর মাসে এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন মাওবাদী হামলার ঘটনা ঘটে।

জানা গিয়েছে, এদিন ছোটে বেঠিয়া থানা এলাকার মধ্য অবস্থিত ওই জঙ্গলে অপারেশন চলার পর উদ্ধার হয় একের পর এক অস্ত্র। উদ্ধার হয়েছে চারটি একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। জানা গিয়েছে, দুপুর দেড়টা নাগাদ শুরু হয় গুলির লড়াই। গত মাসে এই জেলাতেই চলে এনকাউন্টারে। মৃত্যু হয় এক পুলিশ ও দুই সাধারণ নাগরিকের। সেই সময় বেশ কিছু বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল।

১-ম পাতার পর

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি

বুধবার বিজেপির তরফে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার অবশেষে ডায়মন্ড হারবার নিয়ে জল্পনার অবসান ঘটাল বিজেপি। ডায়মন্ড হারবারের ভোট হতে অনেক দেরি। সপ্তম দফায় ১ জুন হবে ভোটগ্রহণ। তবে সব আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে না পারায় বিজেপির ওপর চাপ তৈরির চেষ্টা করছিল তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠক থেকে এ ব্যাপারে বিজেপিকে খোঁচা দিয়েছিলেন কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য ছিল, প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না বিজেপি। ডায়মন্ডে তাঁরা এআই প্রযুক্তিতে প্রার্থী তৈরি করছে! পাশাপাশি এও দাবি করা হয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভয় কেউ প্রার্থী হতে চাইছেন না।

১-ম পাতার পর

রামনবমীকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত

করার দিন।" সভায় উপস্থিত সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছিলেন, "ওদের প্ররোচনায় কেউ কান দেবেন না। সংঘর্ষে পা বাড়াবেন না। কেউ যদি আপনাকে গালাগালিও দেয়, তা-ও যাবেন না।" মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি মনে করি, রামনবমী সম্মানের দিন, ঐক্যের দিন।" তারই পাল্টা প্রধানমন্ত্রী বলেন, "শোভাযাত্রার অনুমতি থাকে না, কিন্তু শোভাযাত্রায় ঢিল ছোড়ার লোকেদের অনুমতি দেওয়া হয়।" মুখ্যমন্ত্রী এহেন বক্তব্যের পরই রাজ্যে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের ভয় দেখাচ্ছেন। যত রকমের উস্কানি দেওয়া যায়, মুখ্যমন্ত্রী তাই করছেন।" মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যের ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে বাংলায় এসেই প্রধানমন্ত্রী জবাব দেন, "রামনবমী আটকানোর সমস্ত রকমের ষড়যন্ত্র করেছে তৃণমূল। রামনবমী গুরুত্বপূর্ণ, নববর্ষও গুরুত্বপূর্ণ আর নবরাত্রিও গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি আরও বলেন, "আমি জানি, তৃণমূল প্রত্যেকবারের মতো এখানে রামনবমী আটকানোর জন্য সব ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু জয় সত্যেরই হয়েছে। এই কারণে আদালতের থেকে অনুমতি মিলেছে। কাল রামনবমীর শোভাযাত্রা বের হবে।"

১-ম পাতার পর

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টার তল্লাশি বিতর্কের মাঝেই এবার নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে চেকিং

তল্লাশি চালানোর কোনও নিয়ম আছে কিনা, তা নিয়ে নিশীথের নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পুলিশের বাদানুবাদ শুরু হয়। এরপর ম্যাজিস্ট্রেট সামনেই চলে তল্লাশি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এসডিও, এসডিপিও। কোচবিহারের দেওয়ানহাট এলাকায় এদিন নিশীথের গাড়ি আটকানো হয়। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে রুটিন মাফিক তল্লাশি করা হয়েছে। ভোটের দু'দিন আগে এই ঘটনায় দিনহাটায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও কিছুটা বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে।

২ পাতার পর

বছরের প্রথম দিনেই গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু, তিন দিন কেটে গেল মিলল না কিশোরের দেহ, প্রশাসনের নির্দেশে কুইক রেসপন্স টিমের প্রচার

চর গদখালি এলাকায় রবিবার বিকেলে সাড়ে তিনটে নাগাদ তিন বন্ধু মিলে গঙ্গায় নৌকো করে ঘুরতে যাওয়ায় ৩ জন পড়ে যায়,মাঝি বাঁশ ফেলে দুজনকে উদ্ধার করলেও একজনকে উদ্ধার করতে পারেনি। নবদ্বীপ থানায় খবর এলে সোমবার ডুবুরি দিয়ে তল্লাশি করা হলেও এখনো পর্যন্ত দিপ রায় নামে ব্যক্তিকে উদ্ধার করা যায়নি। নবদ্বীপের পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহার ব্যবস্থাপনায় নবদ্বীপে ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে কুইক রেসপন্স টিমের ছয় সদস্যকে। গঙ্গায় ডুবে গেলে জেলার ডুবুরিদের আস্তে আস্তে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেতে বা উদ্ধার করে বাঁচাতে সময় লাগত, এখন থেকে আর সেই সময় লাগবে না বলে আশা করছেন সমস্ত মানুষ। জেলা শাসকের নির্দেশ অনুসারে হ্যান্ড মাইক নিয়ে সমস্ত ঘাট গুলিতে সোমবার থেকে প্রচার শুরু করেছে কুইক রেসপন্স টিম। কোনরকম নেশা গ্রস্থ অবস্থায় গঙ্গা স্নান করা যাবে না। গঙ্গার জলে সাঁতার এবং বহুদূর পর্যন্ত যাওয়া যাবে না। ৮ থেকে ১০ ফুটের মধ্যে নেমে স্নান করতে হবে। একমাত্র স্নানের ঘাটে স্নান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গঙ্গার জল সিঁড়ি থেকে নেমে যাওয়ার ফলে নিচে স্রোতে গভীর খাদ তৈরি হয়েছে সেখানেই পড়ে গিয়ে এই ধরনের বিপত্তি ঘটতে পারে সেটাই অনুমান করছে প্রশাসন।

কেন্দ্রীয় একাধিক প্রকল্পের কারণে গরিব মানুষের অনেক সুবিধা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় একাধিক প্রকল্পের কারণে গরিব মানুষের অনেক সুবিধা হচ্ছে। দেশজুড়ে তাঁদের উপকার করছে কেন্দ্রের সরকার। কিন্তু বাংলায় সেই প্রকল্প কার্যকর করতে দিচ্ছে না তৃণমূল সরকার। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের সভা থেকে এই অভিযোগই করলেন নরেন্দ্র মোদী।তৃণমূল চাইছে বাংলা এবং বাংলার মানুষকে গরিব বানিয়ে রাখতে। এমনই দাবি মোদীর। তাঁর সংযোজন, মোদীর প্রকল্প রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে যাক তা চায় না তৃণমূল। হয় তাঁরা প্রকল্প বন্ধ করে দিচ্ছে, নাহলে নিজেদের স্টিকার মেরে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের উদ্দেশে মোদী বলেন, বাংলায় কীসের অনুমতি মিলবে বা মিলবে না, সেই সিদ্ধান্ত আইন নেয় না, নেয় তৃণমূলের তোলাবাজ, গুন্ডারা। এই প্রসঙ্গে ফের একবার সন্দেশখালির কথা বলেন নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূলকে খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অনুমতি কারা দিয়েছিল? সেই তৃণমূলকে সাজা দিতে হবে বলে বার্তা দেন মোদী। তাঁর এও বক্তব্য, "বাংলায় অত্যাচার এখন ফুলটাইম ব্যবসা। এখানে রাজনৈতিক হত্যা হয়। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ওপরও হামলা হয়। বাংলার সব মানুষ বলছে, তৃণমূল মানে বিশ্বাসঘাতক, ভ্রষ্টাচার, পরিবারবাদ।"তাঁর দাবি, তৃণমূল নিজেদের সুবিধার জন্য বাংলাকে গরিব বানিয়ে রাখতে চায়। যাতে তাদের কারবার ঠিকভাবে চলতে থাকে। মোদী রায়গঞ্জের সভা থেকে বলেন, ৭০ বছরের বেশি বয়সি মানুষরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। সভায় আসা সকলকে আশ্বাস দিয়ে মোদীর বার্তা, "আপনারা আপনাদের পরিবারের সকল বয়স্ক মানুষদের বলে দিন, রোগ লুকিয়ে রাখার কোনও দরকার নেই এখন। খরচ নিয়েও ভাবতে হবে না। আপনাদের ছেলে দিল্লিতে বসে রয়েছে, ওই আপনার চিন্তা করবে।" আয়ুষ্মান প্রকল্পের মাধ্যমে দেশজুড়ে কোটি কোটি গরিব মানুষরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন বলেও দাবি করেছেন মোদী। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, বাংলার তৃণমূল সরকার সেটি রাজ্যে কার্যকর হতে দিচ্ছে না। ১০০ দিনের কাজ নিয়ে পাল্টা তৃণমূলকেই দোষারোপ করেছেন মোদী। জানান, তারাই ১০০ দিনের টাকা দিচ্ছে না। নিজেদের কারবার যাতে ফুলেফেঁপে ওঠে, সেই চেষ্টাই করছে।

ডিআরএম এবং আরপিএফ কমান্ড্যান্টকে স্মারকলিপি প্রদান

কলকাতা/কাটিহার: নিউজ সারাদিন : বিজেএমসির পক্ষে একটি প্রতিনিধি দল বিহারের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বিজেএমসি জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু সংবাদ মাধ্যমকে বলেন যে আরপিএফ কমান্ড্যান্টকে একটি লিখিত চিঠিও দেওয়া হয়েছিল যে আরপিএফ যেন

রেলের অধিক্ষেত্রের মধ্যে দরিদ্র হকার, রিকশাচালক এবং টোটো চালকদের হয়রানি না করে। ডিআরএম আমাদের অভিযোগ শুনেছেন এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন। ওই বৈঠকে বিজেএমসির জাতীয় সম্পাদক রাজু আয়েঙ্গার, উত্তরবঙ্গ শ্রমিক ইউনিয়নের ইনচার্জ মুক্তি সাহা, অল বেঙ্গল হকার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মনতোষ সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মিথিলা, দারভাঙ্গা, মধুবনি ও ঝাঁঝরপুরের তিনটি আসনে প্রচারণা জোরদার হয়েছে

উষা পাঠক/মীনাক্ষী চৌধুরী : দারভাঙ্গা, ১৬ এপ্রিল ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : মিথিলা, দারভাঙ্গা, মধুবনী এবং ঝাঁঝরপুরের তিনটি লোকসভা আসনে উভয় জোটের প্রার্থী ঘোষণার সাথে সাথে প্রচার প্রচারণা জোরদার হয়েছে।

এসব এলাকায় প্রার্থীরা শহর থেকে গ্রামে সফর শুরু করলেও এখন পর্যন্ত কোনো দলের কোনো তারকা প্রচারণায় আসেননি স্পষ্টভাবে তীব্র হয়েছে।

বিজেপি, জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের (এনডিএ) একটি প্রধান উপাদান, দারভাঙ্গা এবং মধুবনী থেকে তার বিদায়ী সাংসদ গোপাল জি ঠাকুর এবং অশোক যাদবের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে, যখন জেডিইউ ঝাঁঝারপুর থেকে তার এমপি রাম প্রীত মণ্ডলকে পুনরায় প্রার্থী করেছে।

দারভাঙ্গা এবং মধুবনী আসনগুলি ভারতীয় জোটের পক্ষে আরজেডি কোটায় গেছে দলটি দারভাঙ্গা থেকে তার বিধায়ক ললিত যাদবকে এবং ২০১৯ সালে মধুবনী থেকে প্রাক্তন সাংসদ আশরাফ আলি ফাতমিকে টিকিট দিয়েছে, আরজেডি তার পুরনো দলের নেতা আব্দুল বারিকে সিদ্দিকীকে দারভাঙ্গা থেকে নামিয়ে আনা হয়।

ঝাঁঝারপুর আসনে, ভিআইপির প্রাক্তন বিধানসভা কাউন্সিলর সুমন মহাশেঠকে প্রার্থী করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক গুলাব যাদব এই আসন থেকে ২০১৯ সালের নির্বাচনে আরজেডি প্রার্থী ছিলেন, যিনি এইবার স্বতন্ত্র হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

অপরদিকে প্রার্থী বাছাই নিয়ে দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে স্থানীয় একাধিক নেতাকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রার্থী বাছাইয়ে নেতৃত্বকে সতর্ক থাকতে হবে।

ঝাঁঝাড়পুর এই তিনটি আসনের মধ্যে সবচেয়ে উত্তপ্ত আসন, যেখানে গত নির্বাচনে জেডিইউ-এর রামপ্রীত মণ্ডল ১০,৬২,৩৯১ ভোট পেয়েছিলেন। ২০১৪ সালের আগে, বিজেপির ব্রজেন্দ্র কুমার চৌধুরী এবার জিতেছিলেন, প্রাক্তন আরজেডি নেতা গুলাব যাদব ১৮ এপ্রিল ঝাঁঝাড়পুর সংসদীয় আসন থেকে স্বতন্ত্র মনোনয়ন জমা দেবেন। যার কারণে এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আকর্ষণীয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথিলার এসব আসনে এখন কোনো আন্দোলন নেই: পাঠক

এম কে মধুবালা : দারভাঙ্গা, ১৬ এপ্রিল ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : সুপরিচিত সমাজকর্মী অরবিন্দ পাঠক আজ বলেছেন যে মিথিলার দারভাঙ্গা, মধুবনী এবং ঝাঁঝাড়পুর সংসদীয় আসনে এখনও নির্বাচনী প্রচারণা বাড়েনি, তবে ঘোষিত সমস্ত প্রার্থীরা ভোটারদের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যস্ত। তাদের পক্ষে।

শ্রী পাঠক এখানে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন।

স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, শ্রী পাঠক বলেছিলেন যে লোকসভা নির্বাচনে সাধারণত স্থানীয় সমস্যাগুলি কার্যকর হয় না কিছু জায়গায় লোকেদের সমস্যা হয়।

তিনি বলেছিলেন যে ঝাঁঝাড়পুর সংসদীয় আসনে পরিস্থিতি অবশ্যই আলাদা, কারণ সেখান থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রাক্তন আরজেডি বিধায়ক গুলাভ যাদবের প্রবেশ উভয় দলের সমীকরণকে প্রভাবিত করবে।

সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা, ২০২৩-এর চূড়ান্ত ফল ঘোষণা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ২০২৩ সালের সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করেছে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)। গত বছরের সেপ্টেম্বরে লিখিত পরীক্ষা এবং ২০২৪-এর জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে প্রার্থীদের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়। মেধা তালিকা অনুযায়ী, নিম্নলিখিত পদগুলিতে প্রার্থীদের নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলি হল -

১) ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস;

২) ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস;

৩) ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস এবং

৪) সেন্ট্রাল সার্ভিসেস, গ্রুপ 'এ' এবং গ্রুপ 'বি'।

সব মিলিয়ে মোট ১,০১৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮০ জন আইএএস, ১৩৭ জন আইএফএস, ২০০ জন আইপিএস, সেন্ট্রাল সার্ভিসেস গ্রুপ 'এ'-তে ৬১৩ জন এবং সেন্ট্রাল সার্ভিসেস গ্রুপ বি-তে ১১৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগ করা হবে। ইউপিএসসি-র ওয়েবসাইট http://http//www.upsc.gov.in-এ পরীক্ষার ফল জানা যাবে। ১৫ দিনের মধ্যে নম্বরও জানতে পারবেন প্রার্থীরা।

সড়ক ব্যবস্থাপনার প্রসারে পরিবেশ-বান্ধব পন্থা প্রয়োগ নিয়ে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করল ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সড়ক ব্যবস্থাপনার প্রসারে পরিবেশ-বান্ধব পন্থা প্রয়োগ নিয়ে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করল ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ। সেখানে সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাবের মূল্যায়ন এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাসের পন্থাপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের সচিব শ্রী অনুরাগ জৈন, জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান শ্রী সন্তোষ কুমার যাদব প্রমুখ। বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হিসেবে ছিলেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রকে কর্মরত আইএফএস আধিকারিক শ্রী জিতেন্দ্র কুমার। আলোচনায় যোগ দেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক, বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদরা। কর্মশালায় আলোচনার ক্ষেত্রে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১০৪ সংখ্যা ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ বুধবার ০৪ বৈশাখ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

জিভ টেনে নিতে পারলেও সেটা করব না

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে চোর স্লোগান দেওয়া শুরু করেছিল বিজেপি। অনেক জায়গায় এরকম স্লোগান উঠেছে। শান্তভাবে সেসব মোকাবিলা করেছেন মমতা। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার যা হল তাতে অনেক পরে হলেও বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেত্রী। এদিন উত্তরবঙ্গের চালসায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় যাচ্ছিল।অন্যদিকে, মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সভায় বলেন, যাদের টাকা আছে। ভয় পাচ্ছে ইডি সিবিআই চলে আসবে তারাই বিজেপিতে চলে যাচ্ছে। আসলে চোরডাকাতদের বিজেপি ছাড়া গতি নেই। ওরা পকেচমারের দল। বিজেপি জেশটাকে বিক্রি করে দিতেই। দেশকে বাঁচান।সেইসময় সেখানে সভা ছিল বিজেপির। সেই সভা থেকে মমতা উদ্দেশ্য চোর চোর স্লোগান তোলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। এতে তৃণমূল নেত্রী কতটা রেগে গিয়েছিলেন তার বোঝা গেল মঙ্গলবার।

বিধানসভার চিফ হুইপ মনোজ টিগ্গার সভা থেকেই মমতার উদ্দেশ্যে ওই স্লোগান দেওয়া হয়। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দেন। হাসিমুখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে বেরিয়ে যান। তবে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সভায় সেই চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তৃণমূল নেত্রী। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে জলপাইগুড়ির সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমার গাড়ি দেখে ওরা চোর বলেছে। সেদিন ওদের জিভ টেনে নিতে পারতাম। ভোট বলে কিছু বলিনি। আমি নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহ নই। ওরা বলেন চুন চুনকে জেলে পাঠাব। উল্টো ঝুলিয়ে সিধে করে দেব। ওই ধরনের কথা আমি বলব না। জিভ টেনে নিতে পারলেও সেটা করব না। কারও পিতেদবের টাকা এক কাপ চাও খাই নি। চাইলে লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন, পেনশন নিতে পারতাম। নিই না। মমতাকে লক্ষ্য করে আপত্তিকর স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি তৃণমূলের বিরুদ্ধে শিক্ষা-সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আক্রমণ শক্তিশালী করছে। পাল্টা নিশানা করেছে তৃণমূলও। কয়েক দিন আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, কয়েক দিন আগেই প্রধানমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীরে গিয়ে বলেছেন, যারা মাছ খায় তারা হিন্দু বিরোধী। তারা মোঘল। আপনারা একটু হাত তুলে বলুন তো কারা মাছ খান? আমিও মাছ খেতে ভালোবাসি। আপানাদের সবাইকে দেশ বিরোধী বলেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন। কেন? কারণ আপনারা মাছ খান। এই নিশীথ প্রামাণিক যদি জেতে তাহলে প্রথম কাজটা করবে সেটা হল কোচবিহারের মাছ খাওয়া বন্ধ করবে। কারণ তার নেতা বলছে, যে মাছ খাচ্ছে সে দেশ বিরোধী। সে দেশের শত্রু। তাদের মোঘলদের সঙ্গে তুলনা করছে। আমি তো সকাল বিকেল মাছ খাই। আর আমাদের দুর্গাপুজো কালী পুজোতে মাছ মাংস ছাড়া মায়ের ভোগ হয় না। মোদীজিকে বলব বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা আপনি জানেন না।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু স্বর্গ নয় সেই পরমাত্মার সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া, এর আর কোন শেষ নাই।আত্মার কোন ধ্বংশ বা শেষ নাই। এটা এক দেহ হতে অন্য দেহে গমন করে মাত্র। দেহের পরিবর্তন হয়, শিশু হতে কিশোর আবার কিশোর হতে যুবক, কিন্তু আত্মার পরিবর্তন নাই। গীতা অনুযায়ী মানুষ যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি আত্মা ও পুরাতন জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীরে গমন করে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের সাংবাদিকথার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতা দুটো বিষয় যেন আমরা একটু ব্যতিক্রমী ভাবে ভাবতে থাকে, সংবাদমাধ্যম না থাকলে সাংবাদিকদের জন্ম হতো না আর সাংবাদিক না থাকলে সংবাদমাধ্যম চালানো সম্ভব নয়। সাংবাদিকরা যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে চলেছে, মোবাইল সাংবাদিকতা যুগে কে যে আসল আর কে যে নকল , কে প্রকৃত সাংবাদিককে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত এটা অনেক মানুষের ধারণা যেন বদলে দিয়েছে। আমরা সবাই সাংবাদিক একে অপরের দোষারোপ না করে সবাই কিন্তু সমাজের ভালোর জন্য কাজ করে চলেছি। তাও বলি আজ সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষে আকার নিয়েছে, সংবাদ সংস্থা ও সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের পাশে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার যদি না থাকে তাহলে আগামী দিনের সংবাদ সংস্থার বেহাল দশায় পরিণত হবে। ইতিমধ্যে ছোট এবং দৈনিক পত্রিকাগুলো বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই ধুঁকছে বহু পত্রিকা বন্ধের মুখে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার এই পত্রিকাগুলো বাঁচানোর যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে আগামী দিনে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকতা তাদের ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নতি হবে। সমস্ত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সরকারিভাবে যদি মাসিক বেতন ও সরকারি সঠিক বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজ গুলোর কাছে পৌছায় তাহলে আগামী দিনে এই কাগজগুলোর এবং এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক, মালিক এবং কর্মচারীরা ভারতবর্ষ তথা বাংলার অনেক উন্নতির দিক তুলে ধরতে পারবে।তবে দিনের পর দিন যেভাবে বড়লোকি কেন্দ্রীয় সরকারের বড়লোকি কাগজ অথবা ইলেকট্রন মিডিয়াদের সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করছে। অন্যদিকে এটা বলা বাহুল্য যে ছোটকাগজ গুলোকে একপ্রকার গলাটিপে হত্যা করার মতন অবস্থা শুধু পশ্চিমবাংলায় এক কোটির উপরে এরকম ছোটকাগজ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তারা বিজেপি থাকা কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী মোদি বাবু এই ছোটকাগজ গুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে ,তাদের গলাটিপে হত্যা করছে। সরকারি বিজ্ঞাপন টুকু তাদের দেয়া হচ্ছে না। এক চোখে বিচার চলছে ডিজিটাল মিডিয়াকে যদিও মাধ্যম করে থাকে অথচ ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য আজকের দিন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করা হয় না। সরকারের স্বচ্ছতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তারা দিনের পর দিন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নামে একপ্রকার প্রিন্ট মিডিয়াতে অবজ্ঞার চোখে দেখছে অথচ ডিজিটাল মিডিয়াকে তেমনি ভাবে ভারতবর্ষে আজও কোনরকম সরকারি বিজ্ঞাপন এর অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে না। কৌশলগতভাবে বিজেপি সরকার গ্রামের ছোট কাগজের কণ্ঠরোধ করে দিয়ে কাগজগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে ফেলে দিয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার এক কোটি কাগজকে এইরকম গলাটিপে হত্যা করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের থাকাকালীন এইরকম দুর্দশা ছিলনা বর্তমান যা পরিস্থিতি সংবাদমাধ্যমের মালিক-কর্মচারী ও সাংবাদিকরা কয়েক লক্ষ বেকারের পথে অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের ভেঙে পড়েছে। তার হিসাব কেন্দ্রীয় সরকার তো রাখেনি না রাজ্য সরকার তো দূরের কথা। গ্রাম গঞ্জের ছোটকাগজ কে কেন্দ্র করে বহু বেকার যুবক-যুবতীরা এবং শিক্ষিত সমাজ গ্রামের কৃষ্টি কালচার ও সংস্কৃতি এবং সে কাগজগুলো প্রায় কয়েক কোটি করে কয়েক পাঠক তৈরী করে রেখেছে সমস্ত কাগজ মিলিয়ে। তাদের কণ্ঠকে গলাটিপে রোধ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার এমনই অভিযোগ বহুদিনের বিশেষ করে মোদি জামানার।

করোনাভাইরাস প্রকট এ ছাড়া ভারতবর্ষজুড়ে লকডাউন দীর্ঘকালীন ফলে সংবাদমাধ্যমের মালিক ও কর্মচারীদের অবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তেমনই পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে সারা ভারতবর্ষের একাধিক সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল এবং কাগজ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে মালিকপক্ষ রাও এ বিষয়ে একাধিক পত্রপত্রিকাসহ ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন পাশে দাঁড়িয়ে তেমনি কোনো সমাধান হয়নি এই দুর্দশার দিনে।তবে বাংলার সংবাদমাধ্যমে সংস্থার পাশে জীবন থাকতে পিছপা হবেনা অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সহ সম্পাদক স্বপন দত্ত। তিনি বলেন লকডাউন এর পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডের বাংলা দৈনিক পত্রিকার কলকাতায় সমস্ত ধরনের কাজের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এর পাশে সর্বদা সহযোগিতায় ও আপদ বিপদ সর্বদাই পাশে রয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করেছেন স্বপন দত্ত যাতে এই পত্রিকার সরকারিভাবে বিজ্ঞাপন পায় তার অনুমোদন দেওয়ার জন্য।লকডাউন এর ফলে দুস্ত ও সমস্ত সরকারি-বেসরকারি সাংবাদিকরা তাদের পারিবারিক অবস্থা খুব দুর্ভাগ্যজনক,এমনই পরিস্থিতিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে আর্থিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেই।বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংবাদিকদের পাশে সর্বদা সজাগ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা এবং মৃদুল ব্যানার্জি ও ভগবতী সর্দার, স্বপন দত্ত বাউল এবং বাশিরুল হক সহ অন্যান্যরা সাংবাদিকতা বিধ্বস্ত জাতিকে পুনর্গঠনে অবদান রাখতে পারে, ঠিক তেমনি সাংবাদিকতার নামে মিথ্যাচারিতা, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা এক সুসংহত জাতিকে হিংসাত্মক যুদ্ধের দাবানলে অগ্রসর ভূমিকা রাখতে পারে।তবে এই ঘটে সত্য পথের পথিক সাংবাদিকদের উপরে! কিন্তু এক শ্রেণীর সাংবাদিক আছে টাকার লোভে হয়কে নয় করে। আর অসাধু কিছু নেতাদের কথা মতো চলে, সদ সাংবাদিকদের বিপদে ফেলেছে এই সব সাংবাদিকরা। দেশ ও দশের ভালোচায় না এই সব সাংবাদিকরা, এদের গাড়ি বাড়ি সবি হয়। আর সৎ সাংবাদিকরা খাওয়ার পয়সা পায় না। এই সব সদ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নেই,এদেরকে সমাজের বুকে খারাফ প্রমাণ করাতে ব্যাস্ত সবাই। তাই আজকের লেখার বিষয় বস্তু সাংবাদিকদের ভূত ভবিষ্যৎ। তবে সব সাংবাদিকদের পাশে আছেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন ।দীর্ঘ ১৭ বছর সাংবাদিকতার জীবনে আমার পরিবারের বহু খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে,কারন সত্য অনুসন্ধানী মহান সাংবাদিক হয়ে কাজ করি। সাংবাদিকতা করার জন্য আমার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল জীবনে জেল-জরিমানা সবই কেটেছে তবেই সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা জানেন । প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতা আর দশটি পেশার মতো নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

সড়ক ব্যবস্থাপনার প্রসারে পরিবেশ-বান্ধব পন্থা প্রয়োগ নিয়ে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করল ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ

যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলি হল, সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে অরণ্য ও বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্র, বন ও পশুপাখির ওপর নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব কমানো, এ সংক্রান্ত অনুমোদন, পরিবেশগত প্রভাবের মূল্যায়ন, উপকূল অঞ্চলের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ন্ত্রণবিধি ইত্যাদি।

উদ্বোধনী ভাষণে প্রধান অতিথি, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের সচিব শ্রী অনুরাগ জৈন এই ধরনের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। পিএম গতি শক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক ব্যবস্থাপনার রূপায়ণে পরিবেশ সংক্রান্ত বিধি অনুসরণে বহুপাক্ষিক সমন্বয়ের ওপর জোর দেন তিনি।

বিশেষ সম্মানীয় অতিথি আইএফএস আধিকারিক শ্রী জিতেন্দ্র কুমার বলেন, পরিবেশ ও বন মন্ত্রক পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

মূল ভাষণে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান শ্রী সন্তোষ কুমার যাদব পরিবেশ-বান্ধব সড়ক নির্মাণের প্রশ্নে তাঁর দপ্তরের দায়বদ্ধতার উল্লেখ করেন। কোনো প্রকল্পের পরিকল্পনার সময় থেকেই পরিবেশের দিকগুলি যথাযথ গুরুত্ব পাওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ (প্রশাসন)-এর সদস্য শ্রী বিশাল চৌহান সড়ক নির্মাণ কর্মসূচিতে পরিবেশগত বিধি অনুসরণে সব পক্ষের বোঝাপড়া ও সম্মিলিত দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেন।

সড়ক ব্যবস্থাপনার প্রসারের পাশাপাশি, পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নেও জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা তুলে ধরে এই কর্মশালা। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন প্রতিনিধিরা। একদিনের এই আলোচনাচক্র অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে সমন্বয় বিধানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

সিনেমার খবর

cinema TV

ঈদের দিন শাহরুখের বাড়ির সামনে লাখো জনতার ঢল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রতি বছর ঈদে শাহরুখ খানের মুম্বাইয়ের বাড়ির বাইরে জড়ো হন ভক্তরা। প্রিয় অভিনেতাকে সামনে থেকে দেখার জন্য বাড়ির সামনে ভিড় জমান তারা। শাহরুখও তাদের মনের আশা পূরণ করেন।

প্রতি ঈদেই দেখা দেন ভক্তদের। এ বছরও এর বিপরীত ঘটেনি। সেই পুরনো স্টাইলেই হাত নাড়িয়ে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ঈদের বিকেলে বরাবরের মতো হাজির হলেন শাহরুখ। মান্নাতের বারান্দায় পেতে রাখা ছাদে হাজির হলেন শ্বেত শুভ্র পাঞ্জাবি গায়ে। ততক্ষণে মান্নাতের সামনে লাখো মানুষ সমবেত হয়েছেন। পুরো রাস্তায় তিল ধারণের জায়গা নেই। সমাবেশস্থলে হাজির হয়েছেন লাখো জনতা।

শাহরুখ এলেন হাত নাড়িয়ে ভক্তদের ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন। একপর্যায়ে উঠে পড়েন পেতে রাখা ছাদের রেলিংয়ে, ছুঁড়ে দিলেন চুমু। ভক্তদের ঈদ পূর্ণতা পেল যেন প্রিয় নায়কের ছুঁড়ে দেওয়া ভালোবাসায়।

ঈদের দিন ভক্তদের জন্য সালমানের উপহার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিগত বছরে ঈদ উৎসব মানেই বলিউড ভাইজান সালমান খানের ছবি। কিন্তু এবার সেটা হয়নি। তবে আসছে বছরের ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে সুখবর দিয়েছেন সালমান। আজ ঈদের দিন তিনি ঘোষণা করলেন তার নতুন ছবির নাম। 'গজনি' সিনেমা খ্যাত দক্ষিণী পরিচালক এআর মুরুগাদসের সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন সালমান খান। ছবিটি প্রযোজনা করছেন সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা। বৃহস্পতিবার ঈদের দিন এই ছবির নাম প্রকাশ্যে আনলেন ভাইজান। ছবিটির নাম 'সিকান্দার'। ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন তিনি।

চলতি বছরে ইদে মুক্তি পেয়েছে দুইটি হিন্দি সিনেমা। সেই প্রসঙ্গে টেনে ছবির নাম ঘোষণা করে সমাজমাধ্যমে সালমান লেখেন, এই ঈদে 'বড় মিঞা ছোটে মিঞা' আর 'ময়দান' দেখুন। এর পরের ঈদে 'সিকান্দারের' সঙ্গে এসে আলাপ করবেন। আপনাদের ঈদের শুভেচ্ছা।'

বিপাকে অজয়ের 'ময়দান', গল্প চুরির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বৃহস্পতিবার অজয় দেবগন অভিনীত 'ময়দান' সিনেমাটির মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই বিপাকে পড়েছে সিনেমাটি। শুধু তাই নয়, মুক্তির আগেই আইনি নোটিশও পাঠানো হয়েছে সিনেমার নির্মাতাদের।

সিনেমার নির্মাতাদের বিরুদ্ধে চিত্রনাট্য চুরির অভিযোগ উঠেছে। অনিল কুমার নামে একজন চিত্রনাট্যকার এই অভিযোগ এনেছেন। এমনকি মামলা দায়ের করার পর মহীশূরের একটি আদালত সিনেমাটি মুক্তির উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে।

অনিলের দাবি, ১৯৫০ সালে ফুটবল দলের বিশ্বকাপ না খেলাকে কেন্দ্র করে তিনি একটি গল্প লেখেন। ২০১০ সালে তিনি নাকি সেটি মুম্বাইয়ে রেজিস্ট্রেশন করান। অনিল জানান, চিত্রনাট্য লেখার পর ২০১৯ সালে 'ময়দান' ছবির সহ-পরিচালক সুখদাস সূর্যবংশী তাকে মুম্বাইয়ে ডেকে পাঠান। অনিল তাকে সম্পূর্ণ গল্পটিও নাকি শোনান। তাকে বলা হয়েছিল, ছবিটি তৈরি হলে আমির খান প্রযোজনা করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি।

অনিল আরও দাবি করেন, 'ময়দান' ছবির ট্রেলার এবং কলাকুশলীদের সাক্ষাৎকার পড়ে তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে, তার শোনানো গল্প থেকেই তৈরি হয়েছে ছবিটি। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, 'বুঝেছি, তারা মূল গল্পের কিছুটা পরিবর্তন করেছেন মাত্র। বাকি সবটাই আমার।'

অনিল নাকি তার গল্পের নাম রাখেন 'পদকন্দুক'। মহীশূর আদালত আপাতত ছবির পরিচালক অমিত শর্মা, প্রযোজক এবং চিত্রনাট্যকারদের আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৪ এপ্রিল।

তবে মামলা করা হলেও ছবির মুক্তি এখন পর্যন্ত ১১ এপ্রিল ছিল। তবে ইন্ডাস্ট্রির একাংশের মত, নির্মাতারা অভিযোগের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারেন।

পাবনার রমা দাশগুপ্ত থেকে যেভাবে কিংবদন্তি নায়িকা হন সুচিত্রা সেন

(তৃতীয় পর্ব)

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছবিতেও অভিনয় করেছেন সুচিত্রা। ১৯৫৫ সালে দেবদাস করেছেন। দোনন্দকে নিয়ে করেছেন 'বাম্বাই কা বাবু' ও 'সরহদ'। আর গুলজারের পরিচালনায় 'আঁধি' ছবিতে ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে তার অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি এক মুহূর্তের জন্য আনডিগনিফায়েড হতে দেখা যায় নি। আর তাই সত্যজিৎ রায়কে, রাজ কাপুরকে পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন। সত্রজিৎ রায়ের সঙ্গে ছবি করতে রাজি ছিলেন সুচিত্রা। কিন্তু শর্ত দিয়েছিলেন সত্যজিৎ তার সঙ্গে যতদিন কাজ করবেন ততদিন অন্য ছবিতে কাজ করা চলবে না। সুচিত্রা এর উত্তরে বলেছিলেন, সেটা কি করে হয়? যারা তাকে সুচিত্রা সেন বানিয়েছেন তাদের তো বাদ দেওয়া চলবে না। তবে তিনি কথা দিয়েছিলেন সত্যজিৎ বাবুর জন্য বেশি সময় দেবেন। কিন্তু পরদিন প্রযোজক যখন চুক্তিপত্রের খসড়া নিয়ে এলেন তাতে এক্লুসিভ আর্টিস্ট কথাটি লেখা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেটি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রযোজককে।

আর রাজকাপুরের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবার পেছনে ছিল অন্য গল্প। রাজকাপুর নাকি সুচিত্রাকে প্রেম নিবেদন পর্যন্ত গিয়েছিলেন। একদিন বালিগঞ্জের বাড়িতে এসেছিলেন রাজ কাপুর সিনেমার প্রস্তাব নিয়ে। সাদা সুট, সাদা নেকটাই আর হাতে একরাশ লাল গোলাপ নিয়ে সুচিত্রার পায়ের কাছে বসে তার প্রযোজিত কোন ছবিতে কাজ করার জন্য বলেছিলেন। সুচিত্রা তখনই তাকে না বলে দিয়েছিলেন। সুচিত্রার এই না করা নিয়ে ঘনিষ্টদের কাছে তিনি বলেছিলেন, আমার পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। ও পুরুষ মানুষ নাকি, মেয়েদের পায়ের কাছে বসে, দূর। আর তাই না বলে দিতে কোনও দ্বিধা করিনি।

ক্রমশঃ

আইপিএলে
ম্যাক্সওয়েলের অন্যরকম রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে বৃহস্পতিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাক্সওয়েল চার বলে শূন্য রানে আউট হয়েছেন। এবারের আইপিএলে ৬ ইনিংসের মধ্যে তৃতীয়বার শূন্য রানে আউট হলেন তিনি।

আর তাতে একটি রেকর্ডও গড়ে ফেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ব্যাটসম্যান। আইপিএল ক্যারিয়ারের ১৭তম শূন্যতে আউট হলেন ম্যাক্সওয়েল।

এটিই সর্বোচ্চ, আর কেউ এর বেশিবার শূন্য রানে আউট হননি। তবে ১৭ শূন্যে আরও দুজনকে পাশে পাচ্ছেন ম্যাক্সওয়েল। বেঙ্গালুরু সতীর্থ দিনেশ কার্তিক ও মুম্বাইয়ের রোহিত শর্মা-এ দুজনও আইপিএলে ১৭ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স কাপ থেকে
বিদায় মায়ামির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চোট কাটিয়ে লিওনেল মেসি শুরুর একাদশে ফিরলেও ভাগ্য ফেরেনি ইন্টার মায়ামির। সিএফ মন্তেরেইয়ের কাছে বড় পরাজয়ে তারা ছিটকে গেছে চ্যাম্পিয়ন্স কাপ থেকে।

কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে বাংলাদেশ সময় আজ বৃহস্পতিবার সকালে মায়ামিকে ৩-১ গোলে হারায় মন্তেরেই। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২ গোলের অগ্রগামিতায় সেমি-ফাইনালে পা রাখে মেক্সিকোর ক্লাবটি।

মেসিকে ছাড়া খেলতে প্রথম লেগে ২-১ গোলে হেরেছিল মায়ামি।চোটের কারণে প্রায় মাসখানেক বাইরে থাকার পর গত রোববার কলোরাডো র‍্যাপিডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরেন মেসি। সেদিন দ্বিতীয়ার্ধে নেমে নিজে দারুণ গোল করার পাশাপাশি আরও একটি গোলে রাখেন তিনি অবদান। বৃহস্পতিবার মন্তেরেইয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরুর একাদশে নেমে পূর্ণতা পায় তার ফেরা। কিন্তু এ দিন জ্বলে উঠতে পারেননি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা।

মন্তেরেইয়ে প্রায় ৫৪ হাজার দর্শক ধরণ ক্ষমতার বিবিভিএ স্টেডিয়ামে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না গ্যালারিতে। সেটির বড় কারণ ছিল অবশ্যই মেসিকে দেখার আকাঙ্ক্ষা। তবে ঘরের দলের জয়ও নিশ্চয়ই তাদের কামনায় ছিল। সেই দর্শকদের উল্লাসে ভাসিয়ে ৩১তম মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন ব্র্যান্ডন ভাসকেস।

দ্বিতীয়ার্ধে ২০ মিনিটের মধ্যে আরও দুটি গোল করে মেসিদের বিদায় নিশ্চিত করে দেয় মন্তেরেই। মায়ামির হতাশাকে বাড়িয়ে ৭৮তম মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন জর্দি আলবা। ৮৫তম মিনিটে দিয়েগো গোমেস একটি গোল করেন মায়ামির হয়ে। তবে লড়াইয়ের ফয়সালা ততক্ষণে হয়েই গেছে।

ফাইনালে ওঠার পথে মন্তেরেইয়ের প্রতিপক্ষ কলম্বাস ক্রু, মেজর লিগ সকারের একমাত্র দল হিসেবে এখনও যারা টিকে আছে এই টুর্নামেন্টে। প্রথম লেগের লড়াই আগামী ২৩ এপ্রিল। মায়ামির পরের ম্যাচ মেজর লিগ সকারে স্পোর্টিং কানসাস সিটির সঙ্গে শনিবার। লিগের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় তিনে আছেন মেসিরা।

পাকিস্তান সফরে আরও দুই ক্রিকেটারকে হারাল নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নানা কারণে এমনিতেই পাকিস্তান সফরে দ্বিতীয় সারির দল পাঠাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। সেই দলটিই আরও খর্বশক্তির হয়ে পড়ল স্বোয়াডের মূল ক্রিকেটারদের দুইজনকে হারিয়ে। চোটের কারণে এই সফর থেকে ছিটকে গেলেন ফাস্ট বোলার অ্যাডাম মিলনে ও আগ্রাসী ওপেনার ফিন অ্যালেন। এই দুইজনের বদলি হিসেবে সুযোগ পেলেন টম ব্লান্ডেল ও জ্যাক ফউকস। টেস্ট দলেল নিয়মিত কিপার-ব্যাটসম্যান ব্লান্ডেল টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন আড়াই বছর পর। তরুণ পেস বোলিং অলরাউন্ডার ফউকস জাতীয় দলে ডাক পেলেন প্রথমবার। মিলনে ও অ্যালেনকে হারানো নিউজিল্যান্ডের জন্য বড় ধাক্কা অবশ্যই। আইপিএলে ব্যস্ততার কারণে প্রথম সারির ৯ ক্রিকেটারকে এই সফরে পাচ্ছে না তারা এমনিতেই। এছাড়াও চোট-বিশ্রাম-ছুটি মিলিয়ে এই সফরে নেই টিম সাউদি, উইল ইয়াং ও টম ল্যাথাম। সেই ১২ জনের সঙ্গে এবার যোগ হলো মিল্ন ও অ্যালেনের নাম। অনভিজ্ঞ স্কোয়াডে অভিজ্ঞতা ও ভরসার জায়গা ছিলেন ছিটকে যাওয়া দুইজন। ৫৩ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা মিলনে অনুশীলনে চোট পান অ্যাঙ্কেলে। তার চোটজর্জর ক্যারিয়ারে নতুন সংযোজন এবারের চোট। ৪৩ ম্যাচ খেলা অ্যালেনের চোট পিঠে। অ্যালেনের জায়গায় সুযোগ পাওয়া ব্লান্ডেল ৭টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন এখনও পর্যন্ত। ৩৩ বছর বয়সী কিপার-ব্যাটসম্যান সবশেষ এই সংস্করণে কিউইদের হয়ে খেলেছেন ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সফরে। টেস্ট দলের মূল কিপারের জন্য এটি বড় সুযোগ সীমিত ওভারের ক্রিকেটে আবার নিজেকে মেলে ধরার জন্য। এই জায়গায় অবশ্য ব্লান্ডেলের আগে টম ব্রুসকে বিবেচনা করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের নির্বাচকরা। কিন্তু এবারের বিপিএলে খেলে যাওয়া কিপার-ব্যাটসম্যান রাজি হননি এই সফরে যেতে। পারিবারিক প্রয়োজনের পাশাপাশি ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে কাউন্টি চুক্তিতে প্রাধান্য দিয়েছেন ৩২ বছর বয়সী ক্রিকেটার। প্রথমবার সুযোগ পাওয়া ফউকসের ঘরোয়া ক্যারিয়ার এখনও পর্যন্ত খুব সমৃদ্ধ কিছু নয়। ১৯টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি এই সংস্করণে। তবে ব্যাটে-বলে সম্ভাবনার ছাপ রেখেছেন ২১ বছর বয়সী অলরাউন্ডার। এবারের সুপার স্ম্যাশে ১৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি, আসরের যা সর্বোচ্চ। রান খুব বেশি না করলেও স্ট্রাইক রেট ছিল ১৫০। পাকিস্তান সফরে নিউজিল্যান্ডের ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটি শুরু আগামী বৃহস্পতিবার। মূল ক্রিকেটারদের অনুপস্থিতিতে এই সিরিজে কিউইদের নেতৃত্ব দেবেন চোট কাটিয়ে লম্বা সময় পর ফেরা অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েল।

টানা পাঁচ হার, লুকোনোর জায়গা খুঁজছেন আরসিবি সুপারস্টার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মরসুমে সাতটির মধ্যে ছ'টি ম্যাচেই হার। টানা পাঁচ ম্যাচে হারের পর বিধ্বস্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি। আগের দিন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে মাত্র ২৫ রানে হার। যদিও দীনেশ কার্তিক বিধ্বংসী ইনিংস না খেললে ব্যবধান বাড়ত। তার চেয়েও হতাশার বোলিং। আইপিএলে রেকর্ড গড়েছে সানরাইজার্স। ২০১৩ সাল থেকে আইপিএলে সর্বাধিক স্কোরের রেকর্ড ছিল আরসিবির দখলে।

কী করলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএলে সাফল্য পাবে? এ যেন এমন প্রশ্ন, যার কোনও উত্তর নেই। অনেক ভাবেই চেষ্টা করা হয়েছে। সমস্যার সুরাহা হয়নি। ২০০৮ সালে শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। প্রতিবারই তারকা সমৃদ্ধ শক্তিশালী দল গড়ে আরসিবি। এ বারও ব্যতিক্রম নয়। মরসুমের প্রথম ম্যাচে চিপকে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হার। দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘরের মাঠে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আরসিবি। সেখান থেকে ফের খেই হারিয়েছে।

মরসুমে সাতটির মধ্যে ছ'টি ম্যাচেই হার। টানা পাঁচ ম্যাচে হারের পর বিধ্বস্ত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি। আগের দিন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে মাত্র ২৫ রানে হার। যদিও দীনেশ কার্তিক বিধ্বংসী ইনিংস না খেললে ব্যবধান বাড়ত। তার চেয়েও হতাশার বোলিং। আইপিএলে রেকর্ড গড়েছে সানরাইজার্স। ২০১৩ সাল থেকে আইপিএলে সর্বাধিক স্কোরের রেকর্ড ছিল আরসিবির দখলে। পুনে ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে ২৬৩ করেছিল তারা। এ মরসুমে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ২৭৭ করেছিল সানরাইজার্স। আরসিবির বিরুদ্ধে ২৮৭!

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে একাধিক পরিবর্তন করেছিল আরসিবি। তাতেও লাভ হয়নি। টানা পাঁচ ম্যাচ হেরে চূড়ান্ত হতাশ অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি। বলছেন, 'খুবই কঠিন পরিস্থিতি। আমরা সবকিছুই চেষ্টা করেছি। নানা ভাবে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই কাজে লাগেনি। এর থেকেই বোঝা যায় প্রতিপক্ষর আত্মবিশ্বাস কোন জায়গায়। আর নিজেদের আত্মবিশ্বাস যখন তলানিতে থাকে, লুকোনোর কোনও জায়গা নেই।'

পার্পল ক্যাপের হিসাব নিকাশ
পাল্টে দিলেন বুমরাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন বলে শুরুতেই ফিরিয়ে দিলেন বিরাট কোহলিকে। পরে ডেথ ওভারে জাদু দেখালেন জাসপ্রিত বুমরাহ। দুইবার জাগালেন হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা। কোনোবারই ধরা দিল না এই অর্জন। তবে প্রাপ্তি কম হলো না মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের এই পেসারের। চতুর্থ বোলার হিসেবে আইপিএলে গড়লেন একাধিকবার পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তি। একই সঙ্গে এবারের আসরের মুম্বাইয়ের ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ১১ এপ্রিল ২১ রানে ৫ উইকেট নেন বুমরাহ। আর এতেই ৫ ম্যাচে ৫.৯৬ ইকোনোমি রেটে ১০ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী বোলারের তালিকাতে শীর্ষে উঠে এসেছেন তিনি। যুবেন্দ্র চাহালকে সরিয়ে পার্পল ক্যাপ নিজের দখলে নিয়েছেন তিনি। দুইয়ে নেমে গেছেন যুবেন্দ্র চাহাল।

১০ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী বোলারের তালিকায় শীর্ষে চলে গিয়েছিলেন তিনি। তবে আজকে তার সিংহাসন কেড়ে নিল তার স্বদেশী বুমরাহ। ৫ ম্যাচে ৭.৩৩ ইকোনোমি রেটে ১০ উইকেট তুলে নিয়েছেন চাহাল। আর এতেই চলতি আসরে বল হাতে দারুন ছন্দে থাকা বাংলাদেশের পেসার কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান নেমে গেছেন তিনে। ৪ ম্যাচ খেলে ৮ ইকোনোমি রেটে ৯ উইকেট নিয়েছেন এই দেশ সেরা পেসার। সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী বোলারের তালিকায় ৩ নম্বরে আছেন তিনি। তালিকার ৪ নম্বরে আছেন আর্শদীপ সিং ৫ ম্যাচে ৮.৭২ ইকোনোমি রেটে ৮ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ৫ নম্বরে উঠে এসেছেন গুটরাট টাইটানসের মহিত শার্মা। ৬ ম্যাচে ৯.৩৯ ইকোনোমি রেটে ৮ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

এদিকে, টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়ারের মতো ৫ উইকেটের স্বাদ পেলেন জাসপ্রিত বুমরাহ। ১৭তম ওভারে পরপর দুই বলে ফাফ ডু প্লেসি ও মাহিপাল লোমরোরকে বিদায় করেন বুমরাহ। আর ১৯তম ওভারে পরপর দুই বলে নেন সৌরভ চৌহান ও ভিজেয়কুমার ভিশাকের উইকেট। টি-টোয়েন্টিতে বুমরাহর অভিষেক ২০১৩ সালে। সেই বছরই আইপিএলে খেলেন প্রথমবার। লম্বা সময় অপেক্ষার পর ২০২২ সালে প্রথমবার ৫ উইকেট নেন তিনি। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ১০ রানে ৫ উইকেট এখনও এই সংস্করণে তার সেরা বোলিং। পরেরবার ৫ উইকেট নিতে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হলো না বুমরাহর। চতুর্থ বোলার হিসেবে আইপিএলে একাধিকবার ৫ উইকেট নিলেন অভিজ্ঞ এই পেসার। জেমস ফকনার, জেয়দেভ উনাদকাট ও ভুবনেশ্বর কুমারেরও এই কীর্তি আছে দুইবার করে। দুইটি জায়গায় সবার উপরে উঠে গেলেন বুমরাহ। প্রথম বোলার হিসেবে বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ৫ উইকেট নিলেন তিনি। আগের সেরা ছিল আরেক ভারতীয় পেসার আশিষ নেহরার; ২০১৫ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ১০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। আরেকটি পাতায় রবীন্দ্র জাদেজা ও সন্দিপ শার্মাকে ছাড়িয়ে গেলেন বুমরাহ। ২৯ উইকেট নিয়ে বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে আইপিএলে সর্বোচ্চ উইকেট এখন তার। জাদেজা ও সন্দিপের উইকেট ২৬টি করে। চলতি আসরে ডেথ ওভারে যেন নিজেকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন বুমরাহ। এখন পর্যন্ত ম্যাচের ১৬ থেকে ২০ ওভারে বোলিং করে ৪২ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। ওভার প্রতি দিয়েছেন কেবল ৭ রান করে। একই সময়ে দলের অন্য সব বোলার মিলে ২১৭ রানে নিয়েছেন কেবল ৫ উইকেট। ওভার প্রতি দিয়েছেন ১৪.৯৭ রান। ব্যতিক্রম হয়নি এদিনও। শেষ ৫ ওভারের অন্য তিনটিতে ৫২ রান খরচ করেন মুম্বাইয়ের বোলাররা। সেখানে দুই ওভারে ১৪ রান দিয়ে বুমরাহ নেন ৪ উইকেট। নিজের শেষ বলে ছক্কা হজম না করলে রেকর্ড উজ্জ্বল হতো আরও। বুমরাহর দারুণ বোলিংয়ের পরও ৮ উইকেটে ১৯৬ রানের বড় সংগ্রহ গড়ে বেঙ্গালুরু। ৪০ বলে ৬১ রান করেন ফাফ ডু প্লেসি। ২৬ বলে ৫০ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন রজত পাতিদার। শেষ দিকে ২৩ বলে অপরাজিত ৫৩ রানের খুনে ইনিংস খেলেন দিনেশ কার্তিক। তাতে টি-টোয়েন্টিতে প্রথমবার কোনো ইনিংসে তিন ফিফটি ও ৫ উইকেটের দেখা মেলে। বেঙ্গালুরুর ইনিংসে তিনটি শূন্যও আছে। টি-টোয়েন্টিতে কোনো ইনিংসে তিনটি করে ফিফটি ও শূন্যর দেখাও মিলল প্রথমবার।

হার্দিক-ক্রুনালের
মামলায় গ্রেফতার সৎভাই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেটের দুই ভাই হার্দিক পান্ডিয়া ও ক্রুনাল পান্ডিয়ার করা প্রতারণার মামলায় তাদের সৎভাই বৈভব পান্ডিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হার্দিকদের সৎ ভাই বৈভব পান্ডিয়া অংশীদারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৪.৩ কোটি রুপি আত্মসাৎ করেছেন। যার ফলে হার্দিক ও ক্রুনালের বড় ক্ষতি হয়েছে। ২০২১ সালে তিন ভাই মিলে যৌথভাবে একটি পলিমার ব্যবসা স্থাপন করেছিলেন। অংশীদারিত্বের শর্ত ছিল যে, হার্দিক- ক্রুনাল ৪০ শতাংশ করে মূলধন জোগান দেবেন এবং তার সৎ ভাই ২০ শতাংশ মূলধন দেবেন। সেই সঙ্গে প্রতিদিনের কাজ পরিচালনা করবেন। একই অনুপাতেই লাভ বণ্টন করা হবে।

কিন্তু বৈভব একই ব্যবসা করার জন্য অন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন এবং হার্দিক ও ক্রুনালকে না জানিয়ে অংশীদারিত্বের চুক্তি লঙ্ঘন করে।

এতে মূল অংশীদারিত্বের লাভ কমে যায়, যার ফলে ৩ কোটি রুপির ক্ষতি হয়। সৎভাই গোপনে তার নিজের লাভ ২০ শতাংস থেকে বাড়িয়ে ৩৩.৩ শতাংস করেছেন।

বৈভব পার্টনারশিপ ফার্মের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা আত্মসাৎ করে নিজের অ্যাকাউন্টে চালান করেছেন। আর এতেই চটেছেন হার্দিক এবং ক্রুনাল।

মাঠে ফিরেই ঝড়ো
সেঞ্চুরি হ্যারি ব্রুকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব ঠিকঠাক থাকলে এখন আইপিএলে ব্যস্ত থাকতেন হ্যারি ব্রুক। তবে পারিবারিক কারণে শুধু আইপিএল নয়, ক্রিকেট থেকেই বেশ কিছুদিন দূরে ছিলেন তিনি। ফেরার ম্যাচে অবশ্য তিনি মেলে ধরলেন টি-টোয়েন্টি ঘরানারই ব্যাটিং। ইংলিশ কাউন্টি মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই উপহার দিলেন ঝড়ো সেঞ্চুরি।

ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপক্ষে হেডিংলিতে ইয়র্কশায়ারের হয়ে চার দিনের ম্যাচটির শেষ দিনে ৬৯ বলে সেঞ্চুরি করেন ব্রুক। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তার দ্বাদশ শতরান এটি।

২৫ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে সবশেষ খেলেছিলেন গত ২১ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। এরপর জানুয়ারিতে ভারত সফরে টেস্ট সিরিজে খেলার কথা ছিল তার। কিন্তু সিরিজ শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগে ব্যক্তিগত কারণে গোটা সিরিজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি।

এরপর আইপিএলে তার খেলার কথা ছিল দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। কিন্তু এই টুর্নামেন্ট থেকেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন তিনি। পরে জানা যায়, দাদির মৃত্যুর পর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতেই ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ ও আইপিএল খেলেননি তিনি।

হেডিংলিতে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচটির বৃষ্টির কারণে প্রথম তিন দিনে খেলা হতে পারেনি দুই ইনিংসও। শেষ দিনেও খেলা শুরু হয় দুপুর দেড়টার পর। দিনের চতুর্থ বলে মাঠে নামতে হয় তাকে। ম্যাচের আকর্ষণ খুব বেশি ছিল না। ব্রুক আর অ্যাডাম লাইথ আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে বিনোদন দেন দর্শকদের।

১৭ চার ও ২ ছক্কায় ১০০ বলে ১০১ রান করে আউট হন লাইথ। ১৪ চার ও ২ ছক্কায় ৬৯ বলে শতরানে পা রাখেন ব্রুক। এরপরই ইনিংস ঘোষণা করেদেয় ইয়র্কশায়ার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR